তারিখ 06 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

প্রথম আলো

দিল্লিতে বায়ুদূষণ, ১৮০০ স্কুল বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রাজধানী ঘোলাটে। সূর্য কখন উঠছে এবং কখন অস্ত যাচ্ছে বোঝার উপায় নেই। গত কয়েক দিনে কদাচিৎ দৃশ্যমান কুসুম-কুসুম সূর্য। বাকি সময় রাজধানী ঢাকা ধুলা, ধোঁয়া ও হেমন্তের হিম হিম কুয়াশার চাদরে।

পরিবেশবিদেরা তো বটেই, সরকার পর্যন্ত স্বীকার করছে, বায়ুদূষণের এই হাল গত বছরও ছিল না।

গত ২৮ ও ২৯ অক্টোবর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বাতাসে দূষণের পরিমাণ যা পাওয়া গেছে, তা মারাত্মক বললেও কম বলা হবে। [redacted] ক্ষতিকর হয় না, বিজ্ঞানীরা তা ঠিক করে দিয়েছেন। তার পরিমাণ হলো প্রতি ঘনমিটারে ৫৮ দশমিক ৩৩ মাইক্রোগ্রাম। অথচ দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় গতকাল শনিবার সকাল ১০টাতেই দেখা গেছে প্রতি ঘনমিটারে গড় পিএমের পরিমাণ ৭০০ মাইক্রোগ্রাম! অর্থাৎ স্বাভাবিকের তুলনায় বারো গুণ বেশি!

আতঙ্কিত রাজ্য প্রশাসন রাজধানীর সরকারচালিত ১ হাজার ৮০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় গতকাল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। প্রায় ৯ লাখ ছাত্রছাত্রীকে কাটাতে হয় গৃহবন্দী হয়ে।

অথচ গত সপ্তাহের আগেও রাজধানীর ছবি এতটা খারাপ ছিল না। ২৮ অক্টোবর শনিবার ছিল 'ছোটি দিওয়ালি', পরদিন রোববার 'বড়ি দিওয়ালি'। দুই দিন ধরে আতশবাজির রোশনাই এমনই ছিল যে সোমবার থেকে রাজধানী ঢাকা পড়ল ধোঁয়াশার চাদরে। প্রায় সপ্তাহ ঘুরতে গেল, সূর্য অদৃশ্য। বেড়ে চলেছে কাশির প্রকোপ ও ফুসফুসের অসুখ। কী করণীয় তা জানিয়ে চলছে বিজ্ঞাপন। দেদার বিক্রি হচ্ছে নাক ও মুখ ঢাকার মুখোশ। বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, মুখোশ ছাড়া স্কুলে আসা যাবে না। তাতে দূষণ প্রতিরোধ করা হয়তো কিছুটা যাচ্ছে, কিন্তু রাজধানীর বাতাস দূষণের ছোবল থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে না।

চেষ্টার অবশ্য অন্ত নেই। গত ১০ বছরে রাজধানীর ডিজেলচালিত সব বাস ও অটোরিকশা সিএনজিচালিত হয়েছে। ১৫ বছরের বেশি বয়সী গাড়ি চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাজধানীর মধ্যে ট্রাক চলাচলে অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার দুবার 'জোড়-বিজোড়' সংখ্যার গাড়ি চালিয়েছে। তাতে যান চলাচল সহজ হলেও দূষণ কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে।

এই ক্রমবর্ধমান দূষণের কারণ হিসেবে যোগ হয়েছে দুটি বিষয়। [redacted] কাটার পর আগুন লাগানো। রাজ্য সরকার তো বটেই, আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি সত্ত্বেও এই আগুন দেওয়া বন্ধ করা যাচ্ছে না। স্যাটেলাইট ছবিতেও দিল্লি ও তার আশপাশের আকাশে এই মারাত্মক ছবি ধরা পড়েছে।

দ্বিতীয় কারণ চীনে তৈরি আতশবাজি। পরিবেশবিদদের পরীক্ষায় দেখা গেছে, দেশি আতশবাজির তুলনায় এই সস্তার বাজি চার গুণ বেশি দূষণ ছড়াচ্ছে। চোরাই পথে আমদানি করা সস্তার এই বাহারি আতশবাজি কেনার ধুম গত কয়েক বছরে মারাত্মক বেড়ে গেছে। গত বছর থেকে দিল্লি সরকার এই চোরাই বাজির বিরুদ্ধে ধরপাকড় অভিযান শুরু করে। এ বছরও অভিযান অব্যাহত ছিল। এই বাজি না কেনার জন্য নানা স্তরে নানাভাবে প্রচারও চালানো হয়েছে। এর ফলও পাওয়া গেছে। অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স সংগঠন, সিএআইটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, চীনা বাজি [redacted] মাত্রাছাড়া।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আকাশ পরিষ্কার হতে আরও কয়েকটা দিন লাগবে। বৃষ্টি হলে দূষণ কমে যায়। কিন্তু এখনই সেই সম্ভাবনা নেই। দূষণ ও দিল্লি তাই এই মুহূর্তে সমার্থক।

দিল্লিতে বায়ুদূষণ ১৮০০ স্কুল বন্ধ

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়াদিল্লি ●

পৃথিবীর কোনো দেশ এখনো তার নাগরিকদের জন্য এই সময়ে দিল্লিতে না আসার পরামর্শ দেয়নি। তবে ইউনিসেফ একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যাতে বলা হয়েছে যে প্রতিবছর গোটা বিশ্বে পাঁচ বছরের কম বয়সী অন্তত ৬ লাখ ছেলেমেয়ে বায়ুদূষণে মারা যাচ্ছে। সংখ্যাটা ম্যালেরিয়া ও এইচআইভি-এইডসে মৃত্যুর চেয়ে বেশি।

ইউনিসেফের প্রতিবেদন যে সময়ে প্রকাশিত হয়, ঠিক তখনই ভারতের রাজধানী দিল্লি ঘন ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১